Vol 9, Issue 2, 2026 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2026.9.2.9060

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

চল্লিশের দশক : বাংলা কাব্য সাহিত্যে ‘নাগরিক’ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান

Sumanta Dutta

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, India.

চল্লিশের অগ্নিগর্ভ সময়ে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে যখন সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ ও কবিরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল তখনই কবি সুভাষের কলমও ঝলসে উঠেছিল। যিনি আপন মনের খেয়ালে খুব সাবলীলভাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে বাংলা কবিতার শরীরে ময়ূরপঙ্খী পালক দিয়ে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি 'পদাতিক' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কবি সুভাষের মুখোপাধ্যায়ের কবিতাযাপনেও এই চল্লিশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব অবশ্যই পড়েছে ঠিকই তবে তা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে, ভাবনায়, ছন্দে, শব্দের কারুকার্যে, শাণিত ব্যঙ্গে, কিন্তু তাঁর মেজাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে কবির জীবনভূমিতে যে সময়টা লগ্ন হয়ে আছে তা হল চল্লিশের টালমাটাল পরিস্থিতি। দেশকাল, দশকের নানান প্রভাব পদাতিক কবির লেখায় কবিতাযাপনের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা গেছে।

চল্লিশের দশকে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। কাল, সভ্যতার এমন এক অস্তিত্ব যাকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। পরাধীন ভারতবর্ষের এক ভয়ংকর শতাব্দী এই চল্লিশের সময়কাল। স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, আকাল, দেশজোড়া গণ অভ্যুত্থান, দেশভাগ (১৯৪৭) ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা (১৯৪৮) এতগুলি যুগান্তকারী ঘটনার সমাবেশে চল্লিশ ব্যতিক্রমী। গোটা দশকটাই ছিল বিস্ফোরণের দশক। ফলে আটপৌরে, নাগরিক, নিম্নমধ্যবিত্ত কবিতাযাপনে সমসাময়িক রাজনীতির প্রভাব চল্লিশের কবিদের পৃথক মাত্রা দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন মানবতার পুজারি। পাশাপাশি চল্লিশের উত্তাল সময়ের ভাস্যকার।

১৯৪২ সালে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কবি সুভাষকে সাধারণত আমরা চল্লিশের কবি হিসাবেই জানি। যদিও তাঁর ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী ছিল। আসলে কবিতা একটি চলমান মাধ্যম, প্রবাহিত স্রোত, সচল চর্চার নজির। তাই কোনো একটি মাত্র দশকে কবি এবং তাঁর সৃষ্টিকে আমরা বেঁধে রাখতে পারি না। তবে সময়ের বিচারে মোটের উপর একটা দশক আমরা চিহ্নিত করতে পারি মাত্র। এছাড়াও কোনো কবি এবং তাঁর সৃষ্টিকে অনুভব করতে গেলে অবশ্যই তাঁর সমকালীন এবং পূর্বকালীন প্রেক্ষিতের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতেই হবে। সেদিক দিয়ে চল্লিশের দশক

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

শুরুটা খুব সুখপ্রদ নয়, বরঞ্চ ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা তখনও আসেনি, বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর তার বীভৎস থাবা বসিয়েছে সমাজের তথা মানুষের জীবনে-মননে। এই দুঃস্থ ও মর্মান্তিক সময়ক্রম থেকে সেদিনের সচেতন কবিরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। বলা যায়, সেদিনের সময়-সংঘাতের চাপ চল্লিশের কবিদের প্রাথমিক কবিতাভাবনায় ছায়া ফেলতে শুরু করেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। সহনশীলতার অভাব, যুদ্ধপরবর্তী অসংলগ্ন পরিস্থিতি, দাঙ্গা-বিক্ষোভ, অনাহার সবকিছুর চাপে নাগরিক বিশৃঙ্খলতা, হতাশা, নৈরাশ্য বারবার উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। যা তাঁকে নাগরিক কবি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

আমরা এখন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর নাগরিক মনোভাবের দিকে আলোকপাত করতে সচেষ্ট হব। কৈশোর-যৌবনকালের সন্ধিলগ্নে মার্কসীয় সাম্যবাদের দর্শনে ভর করে তিনি তাঁর কবিতা লেখা শুরু করেছেন। এমনই একটি কবিতা হল ‘মে দিনের কবিতা’-

> “প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
> ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,”[১]

-এখানে মনে হয় কবি নৈরাশ্যপীড়িত সিন্ধুর মধ্যে ডুব দিয়েও সেখান থেকে উত্তরণের বিশ্বাস নিয়ে কলম ধরেছেন বলেই। সেখানে নাগরিক নৈরাশ্য গিলে খেতে পারেনি কবির আত্মবিশ্বাসকে। তাই সেই বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই নাগরিক কবি নগরের সকল মানুষেকে নিয়ে এগোতে চেয়েছেন ‘কানামাছির গান’ (পদাতিক কাব্যগ্রন্থ)-

> “কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ-
> জানি, আর নেই অন্য গতি;”[২]

আসলে কবি তৎকালীন যুগ-যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও নাগরিক হতাশাকে সঙ্গে নিয়েও সেখান থেকে সফল হওয়ার আশা বুকে নিয়ে কবিতার ঘর বেঁধেছেন। কবি সুভাষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুট' (১৯৪১-৪৬)। এখানে একটি কবিতায় আমরা দেখি তৎকালীন কঠিন রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে ভয়ে পালিয়ে যাওয়াকে উপেক্ষা করে নতুনের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়েছেন তিনি –

> “বুঝেঝি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে-
> প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
> বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে,

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা।
বিদায়! অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ!
বিদায়! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ!”[৩] (কাব্যজিজ্ঞাসা)

কবি নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে মশগুল নাগরিক হতাশাকে উপেক্ষা করে। তাই সকল ভীরুতাকে তুচ্ছ করে কবি এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। আসলে এই সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কবিকে বিশেষভাবে প্রবাবিত করেছে। যেমন-হিটলারের নাৎসী-ফাসিস্ত বাহিনী সোভিয়েত আক্রমণ করার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্যবাদী মানুষের কাছে জনযুদ্ধরূপে উঠে এলো, ভারতের মাটিতে সেই আবহেই সংঘটিত হলো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, এরই এক বছর পর বাংলার বুকে এলো মর্মান্তিক তেতাল্লিশের মন্বন্তর, আবার পঁয়তাল্লিশেই হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে গিয়েছিল। এই সময়েই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতাকে বাহন করে নাগরিক হতাশার জালকে ছিন্ন করে এক নতুন স্বপ্নের রঙে রঙীন করে তুলতে চেয়েছেন পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীকে।

তাই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পরতে পরতে নগর জীবনের ছবি ধরা দিয়েছে। নানান শব্দের মধ্য দিয়ে অনেকসময় তা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- ‘ভাতের হাঁড়ি’, ‘রেশনের থলে’, ‘বেলা দশটার ট্রাম’, ‘অসহায় করুণ চোখে তাকিয়ে-থাকা রাস্তাটা’, ‘কয়েদির ডোরাকাটা পোশাকে এক-টুকরো রোদ’, ‘বুড়োধারি গাছটা, একটানা দীর্ঘ তারের চড় টেনে ঝড়ো সুর বাজিয়ে-চলা ট্রামটা ইত্যাদি। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা লেখার প্রেরণা তথা মনের কথা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় যে, কবি সুভাষের মূল প্রেরণা ছিল মানুষ এবং প্রকৃতি। তবে সেই প্রকৃতির অনেকটা জুড়ে আছে নগর প্রকৃতির ধারণা। মনের জগতের আন্দোলনের তাগিদেই তাঁর কবিতা রচনা শুরু। সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে অন্যের মনের নিকটে গিয়ে নিজেকে এবং তার সাথে-সাথে অন্যকে বদলানোই মুখ্য কাজ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আত্মগত প্রবণতা থেকেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের পথ চলা শুরু। ইতিহাস বা সমাজের বিবর্তন-প্রক্রিয়া থেকে, সমাজের বৃহত্তর শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখতে পারেননি তিনি। তাই নগর জীবনের হতাশা-নৈরাশ্য-দ্বন্দ-বিচ্ছিন্নতা-ট্রাজেডি সকল কিছুর থেকে উত্তরণের পথ তৈরী করতেই আগ্রহী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যের।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

পরিশেষে তাই বলা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার ইতিহাসে নাগরিক হয়ে নগর জীবনের সকল জটিলতা-ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে উঠে আপন মহিমায় বিরাজমান ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনি যে স্বপ্নের পৃথিবী গড়ার কথা বলেছেন আজীবন সেই পৃথিবীর স্বপ্ন নিয়েই আমরা আগামী দিন চলব। আর যতদিন চলব ততদিন এবং তারও পরে তিনি শুধু বাংলা কাব্যাকাশে না, সমগ্র বাঙালীর মানসলোকে তাঁর সৃষ্টির আলোক নিয়ে বর্তমান থাকবেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যের জীবন ও কবিতার মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ করা কষ্ট সাধ্য। যে ভাবনা নিয়ে কবি পথ চলা শুরু করেছিলেন, ফুল ও আগুনকে হাতিয়ার করে নবযুগের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বারবার নতুন কবিতা লেখার আয়োজন ছিল যার শিল্পী সত্তায় সেই মানবতাবাদী আধুনিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন নিজ সৃষ্টির গুণে। তাই তাঁকে নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন; কারণ সুভাষের ব্যক্তি জীবন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে পথ চলা। উত্তরকালে সতীর্থজনের আচার-আচরণে-কমিউনিস্টদের রাজ্য শাসনে, কথা ও কাজের ফারাক থেকে ক্ষোভ দুঃখ বেদনার চরম বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতার মধ্যেই রেখাপাত করেছে নানাভাবে। তাই বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন-

> "অথচ যাকে বলা যায় গণ-কবিতা বা সাধারণ্যের কাব্য, তিনি সে রচনায় স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমান রাখলেও তাঁর ব্যক্তিগত কন্ঠস্বরে। কিন্তু আরেকভাগে তিনি রচনা করেছেন সেইসব কবিতা, যেগুলির বিষয়-বস্তুতে রাজনীতিক চেতনা থাক বা না থাক, কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় কবির সজাগ আত্মবীক্ষণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।"[৪]

তথ্যসূত্র:-

১। মুখোপাধ্যায়ের, সুভাষ, 'কবিতা সংগ্রহ', 'বিশ্ববাণী প্রকাশণী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ – ১৯৫৭, পৃষ্ঠা – ৫।

২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', দ্বিতীয় দেজ সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২২৬-২২৭।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

সহায়ক গ্রন্থঃ-

১) সিকদার, অশ্রুকুমার, ‘আধুনিক কবিতার দিগবলয়’, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, অরুণা প্রকাশনী, ১৪০৬, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা- ৬।

২) ত্রিপাঠী, দীপ্ত, ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১২।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১২।

৪) দত্ত (সম্পাদিত), সন্দীপ’ ‘সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য’ দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯।

৫) মুখোপাধ্যায়, ডঃ বাসন্তীকুমার, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩।